চতুর্থ অধ্যায়

সূচীপত্র

জ্ঞানযোগ ৭৭

ভগবান হতে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত গীতাজ্ঞান ৭৮

জীব হতে ভগবান নিত্য স্বতন্ত্র ৭৯

ভগবানের দিব্য জন্ম-কর্ম ৮১

দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্য ভোগসুখ লাভ ৮৩

গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ ৮৪

যথার্থ কর্মযোগের পন্থা ৮৫

সকল যজ্ঞের অন্তিম লক্ষ্য পরম জ্ঞান লাভ ও জড়বন্ধন মুক্তি ৮৬

সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পরম জ্ঞান লাভ ৮৭

পবিত্রতম এই দিব্যজ্ঞান সমস্ত কর্মফল ও কলুষনাশক ৮৮

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন ৮৯

জ্ঞানরূপ অসিতে সংশয় নাশ ৯০

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানযোগ

সংক্ষিপ্তসার

ভগবান প্রথম ভগবদ্গীতার জ্ঞান সূর্যদেব বিবস্বানকে দান করেন। তারপর তা পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। কালের প্রভাবে ভগবৎ-প্রাপ্তির সেই জ্ঞান নষ্ট হওয়ায় এখন পুনরায় তিনি সেই জ্ঞান তাঁর ভক্ত ও সখা অর্জুন তথা সমস্ত মানব-সমাজকে দান করছেন। অর্জুন প্রশ্ন করলেন, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণ কোটি কোটি বছর পূর্বে সূর্যদেবকে এই জ্ঞান দান করতে পারেন। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, সকল জীবসত্তাই নিত্য; কিন্তু বদ্ধ জীব তার পূর্বজন্মের কথা বিস্মৃত হয়, ভগবান হন না। তিনি জন্মরহিত হয়েও সাধুদের রক্ষা, দুরাচারীদের বিনাশ এবং শুদ্ধ ধর্মপন্থা স্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। ভগবানের অবতরণের এই জন্ম-কর্মাদি দিব্যলীলা উপলব্ধি করলে, জড় বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধাম লাভ করা যায়।

লোকে বিভিন্নভাবে ভগবানের উপাসনা করে। ভোগাসক্ত মানুষ দেব-দেবীর আরাধনা করে। ভগবান গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং নির্লিপ্ত। তেমনই সকল মানুষের উচিত ফলে অনাসক্ত থেকে যজ্ঞার্থে অর্থাৎ ভগবানের প্রীতি বিধানার্থে কর্ম করা। এই হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, তার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। এর জন্য সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন। সব চেয়ে অধম পাপীও পবিত্র এই দিব্যজ্ঞান লাভ করে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। তখন সমস্ত পাপ ও কর্মফল ভস্মীভূত হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়। অর্জুনের কর্তব্য এই সনাতন কর্মযোগপন্থা অবলম্বন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

● ভগবান হতে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত গীতাজ্ঞান

শ্লোক ১-৩

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "হে অর্জুন! আমি পূর্বকালে এই নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ সূর্যদেব বিবস্বানকে বলেছিলাম, বিবস্বান তা মনুকে দান করেছিলেন। আর মনু সেই জ্ঞান ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেছিলেন। এইভাবে বিভিন্ন রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে এই পরম বিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সেই পরম্পরা ছিন্ন হয়েছে এবং সেই মহতী যোগ লুপ্তপ্রায় হয়েছে। সেই জন্য আমি পুনরায় সেই সনাতন যোগ তোমাকে বললাম। হে অর্জুন! তুমি আমার সখা এবং ভক্ত, তাই তুমি এই গূঢ় বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।"

বিশ্লেষণ

পুরাকালে সূর্যলোক প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রহের অধিপতিদের ভগবান এই জ্ঞান দান করেছিলেন। সেই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন রাজারা লাভ করেছিলেন। ভগবদ্গীতার জ্ঞান তাই স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। ভগবান এই জ্ঞানকে 'অব্যয়', অর্থাৎ নিত্য বলেছেন।

ভগবান এখানে ভগবদ্গীতার ইতিহাস বর্ণনা করছেন। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে পৃথিবীতে এখন কলিযুগ চলছে। এর স্থায়িত্ব ৪,৩২,০০০ বছর, যার মধ্যে ৫০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কলিযুগের পূর্বে ছিল দ্বাপর যুগ (৮,৬৪,০০০ বছর) এবং তার পূর্বে ত্রেতাযুগ (১২,৯৬,০০০ বছর)। অতএব প্রায় ২০ লক্ষ বছর পূর্বে মনু তাঁর পুত্র পৃথিবীর রাজা ইক্ষ্বাকুকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন। বর্তমানে মনুর বয়স ১২ কোটি ৪ লক্ষ বছর, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রথম এই পৃথিবীতে গীতা উপদেশ করেছিলেন অন্তত প্রায় ১২ কোটি বছর পূর্বে — সূর্যবংশজাত সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পিতা বিবস্বানকে। মানব-সমাজে এই জ্ঞান প্রায় ২০ লক্ষ বছর ধরে প্রবাহিত হচ্ছে, আর প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় সেই জ্ঞান অর্জুনকে দান করেন।

এখানে ভগবান স্বয়ং ভগবদ্গীতার জ্ঞান লাভের পন্থা বর্ণনা করেছেন। কেবল গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে সেই ভগবদ্গীতার দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায়। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় এই দিব্যজ্ঞান প্রবাহিত হয়। তাই পরম্পরার বাইরে বৈদিক জ্ঞান লাভের কোন উপায় নেই। অনেক পণ্ডিত রয়েছে

যারা তাদের নিজেদের মনগড়া কল্পনার সাহায্যে ভগবদ্গীতা উপলব্ধির চেষ্টা করে এবং নানা মতবাদে পূর্ণ গীতার ব্যাখ্যা লিখে নিজেদের বিদ্যা-বল জাহির করে। এই সব কদর্থ শুদ্ধ পরম তত্ত্বজ্ঞান নয়; আর তা পাঠ করলে উপকারের পরিবর্তে সর্বনাশ হয়।

রাজাদের কর্তব্য প্রজাপালন করা এবং তাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পারমার্থিক লক্ষ্যে পরিচালিত করা। সেই জন্য রাজা বা সমাজের নেতৃবর্গের তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রয়োজন রয়েছে। প্রাচীনকালে রাজাগণ ভগবানের কৃপায় এইভাবে জ্ঞান লাভ করতেন, এবং প্রকৃত জ্ঞানের ভিত্তিতে সার্থকভাবে প্রজাপালন করতেন। সেই জন্য সকল রাষ্ট্রের শাসকবর্গ এবং নেতৃবর্গের কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনার অমৃত সমাজের সকল অধিবাসীকে প্রদান করা।

● জীব ও ভগবান নিত্য স্বতন্ত্র

শ্লোক ৪-৬

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন, "সূর্যদেব বিবস্বান আপনার বহুকাল পূর্বে অতি প্রাচীনকালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা হলে কিভাবে আপনি তাঁকে এই জ্ঞান দান করেছিলেন?"

উত্তরে পরমেশ্বর ভগবান বললেন, "হে পরন্তপ! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতিবাহিত হয়েছে। আমি সেই পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করতে পারি, কিন্তু তুমি পার না। আমি জন্মরহিত, আমার চিন্ময় দেহ অব্যয়, অবিনাশী। আমি সর্বভূতের ঈশ্বর। কিন্তু তবুও আমি আমার অন্তরঙ্গা শক্তি আত্মমায়ার মাধ্যমে আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।"

বিশ্লেষণ

অনেক মহামূর্খ ও অসুর রয়েছে, যারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বা একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করে। তাদের সন্দেহ নিরসনার্থে অর্জুন সরাসরি ভগবানকে প্রশ্ন করেছেন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাঁর অনন্য ভগবত্তা ও সাধারণ জীবের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যের কথা ব্যক্ত করেছেন।

যদিও জীব ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবু ভগবান ও জীব সর্বদাই ভিন্ন।

ভগবান বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য। উভয়েই নিত্য, কিন্তু জীব মায়ায় মোহাচ্ছন্ন। দেহান্তরের ফলে তার পূর্বস্মৃতি লোপ পায়। ভগবান সমস্ত মায়া ও অজ্ঞানতার অতীত। ভগবান কিছুই বিস্মৃত হন না — লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বের বিভিন্ন রূপে তাঁর অবতরণ ও লীলার কথা তিনি সমস্তই জানেন। অথচ সাধারণ জীব তার আগের দিন কোন্ সময়ে কি করেছে তা সে স্মরণ করতে পারে না।

জীব কখনও তার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে না — যা মায়াবাদীরা দাবি করে থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর নিত্য সহচর অর্জুন — উভয়েই শাশ্বত। তাঁদের স্বতন্ত্র সত্তাও রয়েছে। এমন কোন সময় আসবে না যখন অর্জুনের সত্তা শ্রীকৃষ্ণের সত্তায় লীন হয়ে যাবে। এই কথা প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

জীবের দেহ জড়, তাই যৌবন থেকে বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়; কিন্তু ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত। তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ; তাঁর দেহ-আত্মা-স্বরূপের কোন পার্থক্য নেই। তিনি চিরনবীন। এই জগতেও তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় দেহ নিয়ে অবতীর্ণ হন এবং এই জগতেও তিনি সর্বদাই কলুষমুক্ত, সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত থাকেন। সূর্যের উদয়-অস্ত হচ্ছে বলে মনে হলেও আসলে সূর্যের যেমন কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনই ভগবান বার বার অবতীর্ণ হলেও তাঁর চিরনিত্য সচ্চিদানন্দময় স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না।

শ্লোক ৭-৮

হে ভারত! জগতে যখনই ধর্মের মধ্যে গ্লানি প্রবেশ করে, অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে এবং ধর্ম হ্রাস পায়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে জগতে অবতীর্ণ হই। এইভাবে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারী অসুরদের বিনাশ সাধনের জন্য এবং পুনরায় শুদ্ধরূপে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।

বিশ্লেষণ

এই জড় জগৎ বদ্ধ জীবকে পুনরায় ভগবৎ-ভাবনাময় হবার সুযোগ দানের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। অধর্মের অভ্যুত্থান হলে মানব-সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অসুরেরা সর্বদাই ধর্ম, ভগবান, ভক্ত — এই সবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ; তাদের কাজই হচ্ছে সাধুদের উপর অত্যাচার করা, ভগবদ্ভক্তির পথকে নানা কুপন্থা-কুতর্কের সাহায্যে রুদ্ধ বা বিলুপ্ত করা। এই রকম হলে মানব-সমাজে ঘোর দুর্দশা নেমে আসে। ভগবান হচ্ছেন স্বরাট, স্বাধীন, লীলাময়। তিনি

তখন অসুরদের বিনাশ করে ভক্তকে রক্ষা করতে এবং পুনরায় ধর্ম সংস্থাপনের মাধ্যমে মানুষকে ভগবৎ-মুখী করতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন।

প্রকৃতপক্ষে অসুর-সংহার ভগবানের অবতরণের আসল উদ্দেশ্য নয়, ভক্তকে রক্ষাই তাঁর প্রধান অভিলাষ। তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে কোন অসুরই জীবিত থাকতে পারে না। তারা এমনিতেই বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণভাবনাময় মানুষকে সাধু বলে। আর অসুরদের স্বভাবই হচ্ছে সাধুকে নির্যাতন করা— তার পরম আত্মীয়ও যদি সাধু হয়, তবু তার রেহাই নেই। বালক প্রহ্লাদ ছিলেন মহান ভগবদ্ভক্ত, অথচ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু ছিল অসুর। তাই প্রহ্লাদকে হত্যা করার জন্য সে নানা অত্যাচারের ব্যবস্থা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নৃসিংহদেব রূপে অবতীর্ণ হয়ে তাকে সংহার করেছিলেন।

ভগবানের ছয় রকম অবতার রয়েছে— **পুরুষাবতার, গুণাবতার, যুগাবতার, লীলাবতার, শক্ত্যাবেশাবতার, মন্বন্তর অবতার**। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ, অবতারসমূহের পরম উৎস। তিনি তাঁর সনাতন শ্রীবৃন্দাবনলীলা উপভোগের জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হন। কলিযুগে তিনি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হন, আর পৃথিবীর সকল মানুষকে, এমন কি অসুরদেরও সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা শিক্ষা দেন। বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর অবতরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সারা জগতে তাঁর দিব্যনাম প্রচারিত হবে—

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

অবশ্য সেই সঙ্গে সেই সব ভণ্ডদের সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে, যারা নানা রকম কলাকৌশল দেখিয়ে অজ্ঞ মানুষদের মধ্যে নিজেকে অবতার বলে জাহির করে এবং নিজের ও অনুগামীদের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করে।

● ভগবানের দিব্য জন্ম-কর্ম

শ্লোক ৯-১০

হে অর্জুন! আমার জন্ম ও কর্ম দিব্য। যিনি তত্ত্বগতভাবে আমার দিব্য জন্ম ও কর্মের কথা জানেন, তিনি দেহত্যাগের পর আমার সনাতন ধাম লাভ করেন; এই জড় জগতে তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না। আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত

হয়ে, আমাতে নিমগ্নচিত্ত হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছেন এবং আমাতে অপ্রাকৃত প্রীতি লাভ করেছেন।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তাঁর জন্ম, কর্ম বা লীলাবিলাস— সকলই দিব্য, অপ্রাকৃত। ভগবানের এই অপ্রাকৃত রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারলে, চেতনা রাগ-দ্বেষাদি জড়-আবিলতা থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত স্তর প্রাপ্ত হয়। এইভাবে যিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভাবনাময় হন, তিনি জড়-বন্ধন হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে সনাতন ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হন। বহু ব্যক্তি এইভাবে পূর্বে ভগবৎ-প্রেম ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছেন।

অবশ্য যোগী ও জ্ঞানীরা ভগবানের লীলায় আসক্ত নয়; তারা 'দেহ'কে ভয় পায়, কারণ তা ক্লেশের কারণ। তাই তারা হতাশ হয়ে দেহ বিলুপ্ত করে ব্রহ্মে বা শূন্যে বিলীন হতে চায়। কিন্তু এই সত্তাবিলোপের চেষ্টা কেবল আধ্যাত্মিক আত্মহত্যার প্রয়াস। তারা জড়বাদে আচ্ছন্ন থাকার জন্য বুঝতে পারে না যে, আমাদের জড় দেহের মতো ভগবানের দেহ নশ্বর, অজ্ঞানতাপূর্ণ ও সম্পূর্ণ নিরানন্দ নয়। ভগবানের দেহ অবিনশ্বর (সৎ), পূর্ণ চেতনাময় (চিৎ) ও আনন্দময় (আনন্দ)। তারা এতই বিষয়াসক্ত যে, জড় জগতের পরপারে যে এক নিত্য আনন্দময় চিন্ময় জগৎ রয়েছে এবং সেখানে আমাদের অনন্ত বৈচিত্র্যময় ও আনন্দময় অস্তিত্ব রয়েছে, তা তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্য আবির্ভাব ও কার্যাবলী অত্যন্ত আস্বাদ্য, মধুর। কেবল সেগুলি স্মরণ-মনন-শ্রবণ-আলোচনা করলে, আমাদের মধ্যে পারমার্থিক জ্ঞান ও ভক্তির উন্মেষ হয়; বুদ্ধি চিন্ময় হয়, এবং ভগবৎ-প্রেম প্রকাশিত হয়। অন্তিমে ভগবৎ-সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

শ্লোক ১১

যে আমার প্রতি যে ভাব নিয়ে আত্মসমর্পণ করে, আমি তাকে সেইভাবে পুরস্কৃত করি। হে পার্থ! সকল মানুষ কেবল আমার পথেরই অনুগমন করে।

বিশ্লেষণ

ভগবানের মধ্যে অনন্ত ভাবের অভিব্যক্তি রয়েছে। আর সকল মানুষই বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে আসলে শ্রীকৃষ্ণকেই খুঁজছে; কারণ তিনিই সব কিছুর পরম উৎস। জ্ঞানীরা ব্রহ্মরূপে, যোগীরা পরমাত্মারূপে তাঁকে অনুসন্ধান করে। বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ভাব নিয়ে বিভিন্ন মার্গে তাঁকে ভজনা করে, আর প্রত্যেকের ভাব অনুসারে তিনি তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই সকল অনুসন্ধানের কেন্দ্র। কেবল শুদ্ধ ভক্তই তাঁকে পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হন, কারণ তিনি তাঁর পূর্ণ শরণাগত এবং তাঁর অন্তরঙ্গ অনন্যচিত্ত ভক্ত।

অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামেও ভগবান প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী ভাব বিনিময় করেন, কেউ সখারূপে তাঁর সঙ্গে খেলা করেন, কেউ সন্তানজ্ঞানে তাঁকে স্নেহ করেন। কেউ আবার তাঁকে পরম প্রিয়রূপে সেবা করেন; আর ভগবান প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী তাঁদের সঙ্গে লীলা করেন।

সকল অধ্যাত্ম মার্গের অন্তিম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণে গিয়ে সমাপ্ত হয়। পৃথিবীর সকল দেশের সকল অধ্যাত্ম সাধনার সমস্ত পদ্ধতি সেই একই মার্গের বিভিন্ন স্তর। এই মার্গের চরম স্তর হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত। তাই সকলের উচিত সরাসরিভাবে কৃষ্ণ-শরণাগত হয়ে কৃষ্ণভাবনায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

● দেব-দেবীর পূজার উদ্দেশ্য ঃ ভোগসুখ লাভ

শ্লোক ১২

জগতে মানুষ ফলভোগের আকাঙ্ক্ষী। তারা সকাম কর্মের সিদ্ধি কামনা করে। সেই জন্য তারা উপাসনার দ্বারা দেব-দেবীদের তুষ্ট করে এই সব কামনা পূরণ করতে চায়, এবং অবশ্যই খুব শীঘ্রই এই সব ফল লাভ করা যায়।

বিশ্লেষণ

দেব-দেবীরা কেউই ভগবান নয়— তাঁরা সকলেই ভগবানের অংশ, তাঁর দাস-দাসী। দেব-দেবীর উপাসনা আর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা সমতুল্য নয়। নানা দেব-দেবীর আরাধনা আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা এক— এইভাবে প্রচার করে কিছু মূঢ় লোক মানুষকে ঠকাচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে। ভগবান এখানে বলেছেন যে, যারা ভোগ ও ঐশ্বর্য লাভের কামনায় উন্মত্ত, তারা দেব-দেবীর পূজা করে। দেব-দেবীরা অবশ্য খুব শীঘ্র তাদের এই সব জড়-জাগতিক

ইন্দ্রিয়ভোগ্য ফল দান করে থাকেন। কিন্তু এই সব ফল তুচ্ছ, অনিত্য। তা জড় বন্ধন সৃষ্টি করে। তাই বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ দেব-দেবীদের কাছে কাঙাল হয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন না। তাঁরা নিত্যকালের জন্য ভবক্লেশ হতে মুক্ত হওয়ার জন্য একমাত্র মুক্তিদাতা ভগবান মুকুন্দের চরণারবিন্দে শরণাগত হন।

● গুণ-কর্ম অনুসারে বর্ণবিভাগ

শ্লোক ১৩-১৫

হে অর্জুন! প্রকৃতির তিনটি গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা, কিন্তু জেনে রেখো যে, আমি অকর্তা, পরিবর্তনহীন। আমি কোন রকম কর্মে প্রভাবিত হই না, কোন কর্মফলেও আমার স্পৃহা নেই। যিনি আমার এই তত্ত্ব জানেন, তিনি কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। প্রাচীন মহাজনগণ আমার অপ্রাকৃত তত্ত্ব অবগত হয়ে কর্ম করেছেন। অতএব তুমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তোমার কর্তব্য সম্পাদন কর।

বিশ্লেষণ

ভগবান থেকে সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে, আবার মহা প্রলয়কালে সব কিছু ভগবানে বিলীন হয়ে যাবে। ভগবানের ইচ্ছাতেই মানব-সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারটি বর্ণের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই বর্ণবিভাগ বংশানুক্রমিক বা জাতিভিত্তিক নয়; তা গুণ বা স্বভাব ও কর্মভিত্তিক। সত্ত্বগুণে প্রভাবিত ভগবৎ-পরায়ণ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা-সম্পন্ন মানুষ—ব্রাহ্মণ হচ্ছেন সমাজের সর্বোচ্চ স্তর। মস্তিষ্ক যেমন সমগ্র দেহটির পরিচালনার জন্য আবশ্যক, তেমনই উন্নত সমাজের জন্য যথার্থ জ্ঞানী মানুষ বা ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। এরপর হল রজোগুণে প্রভাবিত ক্ষত্রিয় বা প্রশাসক সম্প্রদায়—সমাজের রক্ষক। তার পরের স্তর হচ্ছে রজ ও তম প্রভাবিত বৈশ্য বা উৎপাদক শ্রেণী। আর সর্বশেষ স্তর হচ্ছে তমোগুণে প্রভাবিত শূদ্র বা শ্রমজীবী সম্প্রদায়। সুশৃঙ্খল সমাজের জন্য ভগবান এই চতুর্বর্ণের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তিনি এতে লিপ্ত নন। তিনি জড় জগতের অতীত, নির্লিপ্ত, উদাসীন। একজন কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি গুণাতীত, চিন্ময় স্তরে স্থিত। তিনি জাতি-কুল বিচারেরও অতীত। তাই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন জাতি-বর্ণের মানুষ কৃষ্ণভক্ত হতে পারেন এবং অপ্রাকৃত আনন্দ লাভ করতে পারেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নির্জনে ভগবদ্ভজন করতে পরামর্শ দেননি; তিনি মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়ে কর্ম করতে তাঁকে উদ্বুদ্ধ করছেন।

● যথার্থ কর্মযোগের পন্থা ঃ কর্মযোগী ভক্তের স্থিতি

শ্লোক ১৬-২৪

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—অর্জুন! কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারা খুবই কঠিন। কর্ম কি, অকর্ম কি— এই সব নির্ধারণ করতে গিয়ে পণ্ডিতেরাও বিভ্রান্ত হন। আমি সে বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তা জেনে তুমি সকল অশুভ থেকে মুক্ত হবে। তাই কর্ম, বিকর্ম এবং অকর্ম সম্বন্ধে যথাযথ ভাবে জানা উচিত।

হে পার্থ! যিনি কেবল ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে কর্ম করেন, তিনি সব রকম কর্মে লিপ্ত থাকলেও তাঁকে কৃত কর্মের ফল সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয় না। ফলে তিনিই সব চেয়ে বুদ্ধিমান এবং অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তাঁর সমস্ত কর্ম-প্রতিক্রিয়া দগ্ধ হয়। তিনি ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত ও পূর্ণতৃপ্ত হন। তিনি সমস্ত সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব, জড় সুখাসক্তি, ধনৈশ্বর্যের আসক্তি থেকে মুক্ত। তাঁর কর্মবন্ধন নেই। তিনি জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণ থেকেও মুক্ত; তাঁর বুদ্ধি চিন্ময়, তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ ভগবানে সমর্পিত। এইভাবে যিনি পূর্ণ ভগবৎ-ভাবনাময় হয়ে কর্ম করেন, তিনি চিন্ময় ধামে চিৎ-জগতে উন্নীত হন।

বিশ্লেষণ

স্বরূপত প্রতিটি জীবই কৃষ্ণের নিত্যসেবক—**জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'**। জড় সম্পদের উপর প্রভুত্ব করার বাসনা ত্যাগ করে কৃষ্ণভক্ত কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম সাধন করেন। তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম, প্রকৃত জ্ঞানী। এই রকম ভক্তিমূলক সেবার ফলে তাঁর অন্তর সমস্ত জড় কলুষ হতে মুক্ত হয়ে পবিত্র হয়। তিনি নিজের ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম করেন না বা ভোগৈশ্বর্য কামনা করেন না। তাঁর বুদ্ধি, মন, দেহসহ সমস্ত শক্তি ও সম্পদ দিয়ে তিনি কেবল ভগবানের সেবা করেন, কারণ তিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত।

শব্দার্থ ঃ কর্ম — শাস্ত্র অনুমোদিত কর্ম; **অকর্ম** — ফল রহিত কর্ম; **বিকর্ম** — শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম।

● সকল যজ্ঞের অন্তিম লক্ষ্য পরম জ্ঞান লাভ ও জড় বন্ধন মুক্তি

শ্লোক ২৫-৩৩

কিছু যোগী দেবযজ্ঞ করেন। জ্ঞানীরা পরমব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু সমর্পণ করেন। ব্রহ্মচারীগণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে অঞ্জলি দেন। গৃহস্থরা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়কে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন। যোগীরা তাঁদের ইন্দ্রিয়-প্রাণাদিকে জ্ঞানদীপ্ত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে আহুতি দেন।

আবার অনেকে দ্রব্যাদি দানরূপ যজ্ঞ করেন; কেউ বেদ অধ্যয়নরূপ যজ্ঞ করেন, কেউ যজ্ঞার্থে আহার সংযম করেন।

এই সমস্ত যজ্ঞ তাঁদের সকলকে জড় অস্তিত্বের সমস্ত কলুষ ও পাপ থেকে মুক্ত করে। তাঁরা যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত আস্বাদন করেন এবং সনাতন চিন্ময় পরিবেশে ফিরে যান। হে অর্জুন! যজ্ঞ না করে ইহজগতেও কেউ সুখী হতে পারে না, অতএব পরলোক সম্বন্ধে আর কি বলার আছে। বিভিন্ন ধরনের মানুষের জন্য এই রকম বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ বেদে নির্দেশিত হয়েছে। সব কিছুর চরম লক্ষ্য হচ্ছে জড় পরিবেশ হতে মুক্তি।

হে পরন্তপ! দ্রব্যময় যজ্ঞ থেকে জ্ঞানময় যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; আর সকল কর্মই পরিশেষে পরম জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে।

বিশ্লেষণ

অষ্টাঙ্গ-যোগ, বিভিন্ন তপশ্চর্যা, ধর্মীয় আচারবিধি পালন, বেদপাঠ, আহার-বস্ত্র-আশ্রয়াদি দান, দেব-দেবীর আরাধনা প্রভৃতি যজ্ঞ ক্রমশ আমাদের চেতনাকে শুদ্ধ করে। অনুষ্ঠানকারীর বিশ্বাস ও বাসনা অনুসারে বিভিন্ন রকম যজ্ঞের বিধান বেদে প্রদত্ত হয়েছে। সকল যজ্ঞের চরম ফল হচ্ছে জ্ঞান।

কিন্তু কৃষ্ণভাবনাময় ভক্তিযোগ এই সব থেকে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠতম। কারণ তা হচ্ছে সেবার মাধ্যমে পরম রসমাধুর্যপূর্ণ ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্ক তৈরির পন্থা; তা অমৃতময় এবং অচিরেই জড় বন্ধন মোচনকারী। যজ্ঞ শব্দের অর্থই হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণু। তাই সরাসরি শ্রীবিষ্ণুর বা শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম এবং ইন্দ্রিয়, দেহ, মন, বুদ্ধিকে তাঁর সেবায় নিযুক্ত করলে, সমস্ত যজ্ঞের ফলসহ চিন্ময় জ্ঞান ও ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়। জড় চেতনা ক্রমশ

কৃষ্ণভাবনায় রূপান্তরিত হয় এবং চিন্ময়ত্ব লাভ করে; ফলে নিত্যকালের জন্য জড় পরিবেশ হতে মুক্ত হয়ে, অনন্ত বৈচিত্র্য ও আনন্দে পূর্ণ নিত্যধাম বৈকুণ্ঠলোকে সাক্ষাৎভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়।

● **সদ্‌গুরুর মাধ্যমে পরম জ্ঞানলাভ**

শ্লোক ৩৪-৩৫

জ্ঞান লাভ করার পন্থা বর্ণনা করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন—হে অর্জুন! পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হও। অকপট অন্তরে তাঁর সেবা করে তাঁকে সন্তুষ্ট কর এবং বিনীতভাবে তাঁর নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। সেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ তখন তোমাকে পরম জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

হে পাণ্ডব! এইভাবে পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে তুমি আর মোহে কবলিত হবে না। তখন তুমি উপলব্ধি করবে যে, সকল জীবই আমার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তারা সকলে আমাতেই অবস্থিত, তারা আমারই।

বিশ্লেষণ

সদ্‌গুরুর আশ্রয় ছাড়া পরম জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি গুরু, যিনি সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে জ্ঞান দান করেছেন। ব্রহ্মা হতে সেই জ্ঞান গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে চলে আসছে। যিনি গুরুপরম্পরা ধারায় সেই ভগবৎ-প্রদত্ত দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন, তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু। অন্য কেউ গুরু হতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হতে নির্দেশ দিচ্ছেন। প্রকৃত গুরুকে ব্যবসায়িক আদান-প্রদানে সন্তুষ্ট করা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানী গুরুদেবকে অকপট সেবায় সন্তুষ্ট করতে হয়; নিরহঙ্কারী ও বিশ্বাসী হতে হয়; তাঁকে বিনম্রভাবে প্রশ্ন করতে হয়। জল্পনা-কল্পনা বা বৃথা তর্কের মাধ্যমে পারমার্থিক জীবনে কোনরূপ উন্নতি করা অসম্ভব।

সতর্ক থাকতে হবে, আমরা যেন পেশাদার গুরু-নামধারী ব্যবসায়ীদের এবং ভণ্ড অবতাররূপে কপট ভোগীদের কবলে না পড়ি। তারা নিজেরাই অন্ধ, জড়রোগী; তাদের অনুসরণ করলে অন্ধকূপে পতিত হতে হয়। তারা অধ্যাত্ম-উপলব্ধির নিত্যনতুন চমকপ্রদ মনগড়া সব পন্থা উদ্ভাবন করে নিরীহ লোকদের

বিপথে চালিত করছে এবং এইভাবে তাদের অনুগামীদের পারমার্থিক জীবন ধ্বংস করে চলেছে।

জড় কল্পনাকারী পণ্ডিত, দার্শনিক আর মায়াবাদীরা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল একজন মহান ঐতিহাসিক পুরুষ, আর পরমতত্ত্ব হচ্ছে নির্বিশেষ ব্রহ্ম। কিন্তু কেউ যখন সদ্‌গুরুর মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হন, তখন তাঁর হৃদয়ে দিব্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়। সে উপলব্ধি করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস, আদি কারণ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গনিঃসৃত রশ্মিচ্ছটা। অনন্ত কোটি অবতারও শ্রীকৃষ্ণ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সমস্ত জীবসত্তা তাঁর নিত্যকালের সেবক। এইভাবে শিষ্য কৃষ্ণভাবনা লাভ করে, আর ভগবানের কৃপায় অজ্ঞানতা, মোহ ও জড় মায়া হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। তখন পশু, দেব, মানবাদি বিভিন্ন জীব-শরীরে আবর্তনের অবসান ঘটে; সে কৃষ্ণপাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়।

● পবিত্রতম এই দিব্যজ্ঞান সমস্ত কর্মফল ও কলুষনাশক

শ্লোক ৩৬-৩৮

হে অর্জুন! তুমি যদি সকল পাপীদের মধ্যে সব চেয়ে অধঃপতিত পাপী বলে গণ্য হও, তবু তুমি যদি এই পরম জ্ঞানরূপ নৌকায় আরোহণ কর, তা হলে অনায়াসে তুমি এই দুঃখময় ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে। আগুন যেমন কাঠকে দগ্ধ করে ভস্মীভূত করে, তেমনই এই পবিত্র জ্ঞানরূপ অগ্নিও সঞ্চিত সমস্ত কর্মফলকে ধ্বংস করে।

এই জগতে চিন্ময় তত্ত্বজ্ঞানের মতো পবিত্র আর কিছুই নেই। যিনি ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে এই জ্ঞান লাভ করেন, তিনি পূর্ণ শান্তি লাভ করেন।

বিশ্লেষণ

কৃষ্ণভাবনামৃত সহজ, মাধুর্যময় ও সকলের জন্য উন্মুক্ত। চরম পাপীও শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হলে সে পূর্ণরূপে পরিশুদ্ধ হয়। ভবসমুদ্র ক্লেশময়; প্রতি পদে সেখানে বিপদ ঃ *পদং পদং যদ্বিপদং*। কিন্তু 'আমি শ্রীকৃষ্ণের অংশ, তাঁর নিত্য সেবক' — এই উপলব্ধির ফলে ভক্ত কৃষ্ণসেবায় অনুরক্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের

শরণাগত হন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন কৃপাপরবশ হয়ে তাঁকে উদ্ধার করেন। তাই এই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান হচ্ছে ভবসমুদ্র পাড়ি দেওয়ার তরণীর মতো।

কর্মের শুভ বা অশুভ দুই রকম ফল বা প্রতিক্রিয়া রয়েছে। জীব নিজের কৃতকর্মের ফলভোগে বাধ্য থাকে। কিন্তু ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে চিন্ময় জ্ঞানের উদয় হয়, আর এই জ্ঞানরূপ অগ্নি কোটি কোটি জন্মের কর্মফলকেও ভস্মসাৎ করে। ফলে জীব কর্মচক্র থেকে মুক্ত হয়। জীব পরা শান্তি লাভ করে।

এই জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির সুপক্ক ফল। তা পরম পবিত্র; তা জড় প্রভাবে কলুষিত জীব-চেতনাকে পূর্ণ নির্মল করে, ঠিক যেমন সূর্য বর্ষা ঋতুর ফলে সৃষ্ট সমস্ত কর্দম ও ক্লেদকে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক করে।

● শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করেন; সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়

শ্লোক ৩৯-৪০

যিনি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও অধ্যবসায়ী এবং যিনি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করেছেন, তিনিই এই শাশ্বতজ্ঞান লাভ করতে পারেন এবং অচিরেই পরা শান্তি লাভ করেন। মূর্খ, শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি এই জ্ঞান লাভের উপযুক্ত নয়, তারা বিনষ্ট হয়। সন্দেহযুক্ত বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তির ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক, কখনই সুখ লাভ হয় না।

বিশ্লেষণ

ভগবদ্গীতা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য দিব্য শাস্ত্র। যে সব মানুষের প্রবৃত্তি প্রায় পশুসুলভ, তারা সব সময় শাস্ত্র ও ভগবান সম্বন্ধে সংশয়ী, শ্রদ্ধাহীন। অপর কিছু মানুষ ভগবদ্গীতা বিশ্বাস করলেও শ্রীকৃষ্ণই যে পরমেশ্বর ভগবান, তা না মানার জন্য নানা সংশয় সৃষ্টি করে, নানা ভ্রান্ত যুক্তিজাল বিস্তার করে।

কিছু মানুষ আবার মুখে সব মানে, আর প্রায়শই শাস্ত্র থেকে উদ্ধৃতি দেয়; কিন্তু সুদৃঢ় শ্রদ্ধা না থাকার ফলে, তারা তাদের জীবনে ভগবদ্গীতার কোন শিক্ষাই প্রয়োগ করতে পারে না। এরা অমূল্য মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝে কেবল বৃথা সময়ের অপচয় করে। এইভাবে ভগবান ও ভগবানের বাণীর প্রতি

শ্রদ্ধাহীন, সংশয়ী ব্যক্তিদের পারমার্থিক জীবন বিনষ্ট হয়; তারা কখনও ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে না, কখনও শান্তি পায় না। সেই জন্য আমাদের উচিত দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে ভগবানের সেবা করা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশানুসারে নিরন্তর ভগবানের দিব্যনাম সমন্বিত মহামন্ত্র —

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

কীর্তন করা। এইভাবে অন্তর কলুষমুক্ত হয়ে নির্মল হয় এবং হৃদয়ে প্রকৃত শ্রদ্ধার উদয় হয়।

● জ্ঞানরূপ অসিতে সংশয় নাশ; নিষ্কাম কর্মযোগে দিব্যজ্ঞান লাভ

শ্লোক ৪১-৪২

হে ধনঞ্জয়! যিনি ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেবার্থে নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করেন, তাঁর হৃদয়ে পরমজ্ঞান উদিত হয়। তিনি আত্মার চিন্ময়ত্ব অবগত হন। এইভাবে জ্ঞানের দ্বারা তিনি সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেন। তিনি আর কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। অতএব হে ভারত! তোমার হৃদয়ে যে অজ্ঞানতাপ্রসূত সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, তা জ্ঞানরূপ অসির দ্বারা ছিন্ন কর। তুমি নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে যুদ্ধ করার জন্য উঠে দাঁড়াও।

বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে ভগবান যে যোগ উপদেশ দিয়েছেন, তা হচ্ছে 'সনাতন যোগ', অর্থাৎ জীবের উপযোগী শাশ্বত কর্তব্যকর্মের পন্থা। এই যোগের মূল কথা হচ্ছে, আমরা সকল দ্রব্য, এমন কি নিজের ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির কার্যকলাপকেও ভগবানের সেবায় অর্পণ করব তাঁর প্রীতি বিধানের জন্য। একে বলা হয় দ্রব্যময় যজ্ঞ। এছাড়া শ্রদ্ধার সঙ্গে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হয়ে আত্মজ্ঞান অনুশীলন করব—যাকে বলা হয় জ্ঞানযজ্ঞ। কোটি কোটি বছর আগে ভগবান বিবস্বানকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন, সেই জ্ঞান পরম্পরাক্রমে লাভ করতে হয়। এইভাবে সদ্‌গুরুর কৃপায় হৃদয়ে পরমজ্ঞান প্রকাশিত হবে। তখন আত্ম-উপলব্ধি বা নিজেকে জানা এবং ভগবৎ-উপলব্ধি বা ভগবানকে জানা সম্পূর্ণ হবে। আমরা বুঝতে পারব যে, আমরা (জীব) হচ্ছি ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ,

তাঁর নিত্যকালের সেবক। এইভাবে চিন্ময়জ্ঞানের অগ্নি সমস্ত কর্মফল দগ্ধ করবে, আমাদের সমস্ত সংশয় ছিন্ন হবে। আমরা তখন জড় বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হব এবং পরা শান্তি লাভ করতে পারব। সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পরম জ্ঞান বা কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করা।

ভগবদ্‌গীতার কিছু ব্যাখ্যাকার তাদের নিজস্ব মতবাদ জাহির করার উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানকে বিকৃত করেছে। তাদের থেকে সাবধান হতে হবে। সুদৃঢ়ভাবে জানতে হবে যে, শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান এবং তাঁর জন্ম-কর্মাদি সমস্ত লীলাই দিব্য।

কেবল মানসিকতার প্রভেদে দু'রকম গতি

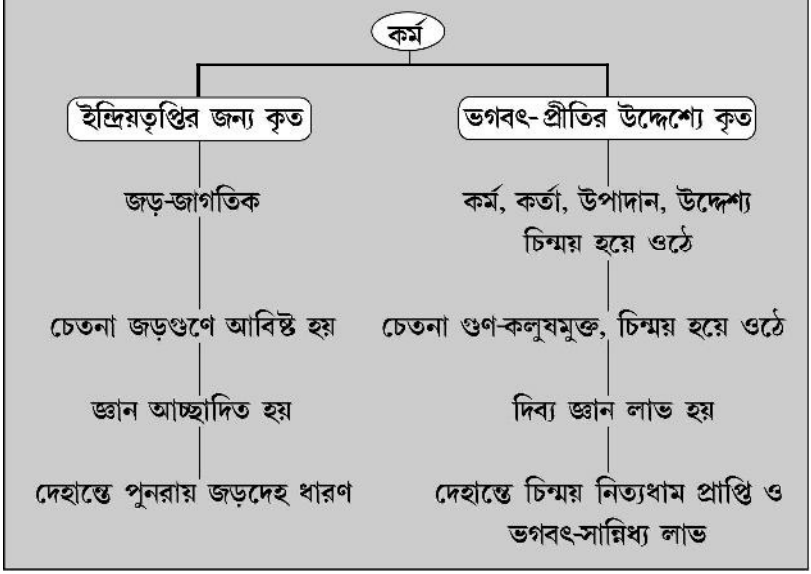

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার 'জ্ঞানযোগ' নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

শ্রীভগবানুবাচ

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমি পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। —শ্লোক ১

২

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

এইভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞান রাজর্ষিরা লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালের প্রভাবে পরম্পরা ছিন্ন হয়েছিল এবং সেই যোগ নষ্টপ্রায় হয়েছে। —শ্লোক ২

৩

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

সেই সনাতন যোগ আজ আমি তোমাকে বললাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা; তাই তুমি এই বিজ্ঞানের অতি গূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। —শ্লোক ৩

৪

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া॥

যদিও আমি জন্মরহিত এবং আমার চিন্ময় দেহ অব্যয় এবং যদিও আমি সর্বভূতের ঈশ্বর, তবুও আমার অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে আমি স্বীয় মায়ার দ্বারা আমার আদি চিন্ময় রূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। —শ্লোক ৬

৫

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি

নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। —শ্লোক ৭

৬

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। —শ্লোক ৮

৭

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

হে অর্জুন! যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন। —শ্লোক ৯

৮

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥

আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আমাতে মগ্ন হয়ে, একান্তভাবে আমার আশ্রিত হয়ে, পূর্বে বহু বহু ব্যক্তি আমার জ্ঞান লাভ করে পবিত্র হয়েছে— এবং এভাবেই সকলেই আমার প্রতি চিন্ময় প্রেম লাভ করেছে। —শ্লোক ১০

৯

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

প্রকৃতির তিনটি গুণ এবং কর্ম অনুসারে আমি মানব-সমাজে চারটি বর্ণবিভাগ সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অব্যয় বলে জানবে। —শ্লোক ১৩

১০

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্রচিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করা তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন। —শ্লোক ৩৪

অনুশীলনী—৪

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

ক) জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে —

- [ ] নিরাকার ব্রহ্মে লীন হওয়ার মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেওয়া।
- [ ] বিভিন্ন দেব-দেবীর আরাধনা করে ভোগকামনা পূরণ করা।
- [ ] ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে নিত্যকালের জন্য ভগবানের আনন্দময় সান্নিধ্য লাভ করা।
- [ ] জড় সুখভোগের চেষ্টায় অল্প দিনের এই আয়ুকে ব্যবহার করা।

খ) দিব্য ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়—

- [ ] বিশ্বের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বড় বড় ডিগ্রী লাভের মাধ্যমে।
- [ ] জড় পদার্থ ও জড় শক্তি নিয়ে প্রবল গবেষণার মাধ্যমে।
- [ ] ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতে প্রবাহিত হয়ে আসা দিব্যজ্ঞান লাভ করেছেন এমন সদ্‌গুরুর নিকট বিনম্রচিত্তে শ্রবণের মাধ্যমে।
- [ ] যে কোন সাধু, যোগী বা স্ব-ঘোষিত অবতারদের অনুগামী হওয়ার মাধ্যমে।

গ) সমস্ত যাগ-যজ্ঞ, ধর্মকর্ম, বিভিন্ন যোগসাধন প্রভৃতি পরমার্থ অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য হল ঃ

- [ ] স্বর্গাদি উচ্চতর লোকে প্রচুর ভোগ ঐশ্বর্য লাভ করা।
- [ ] অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষ হওয়া।
- [ ] এই জগতে অত্যন্ত ধনশালী, যশস্বী ও ক্ষমতাশালী হওয়া।
- [ ] দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তি, জড়বন্ধনমুক্তি এবং জরা-মৃত্যুময় ভবসংসার অতিক্রম করে ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করা।

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) প্রতিটি জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের _____।

খ) _____ লাভ করলে সমস্ত কর্মজাত প্রতিক্রিয়া বিনষ্ট হয়।

গ) যিনি _____ এর প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম করেন, তিনিই প্রকৃত নিষ্কাম।

ঘ) বর্ণবিভাগ নির্ধারিত হয় মানুষের _____ ও _____ এর ভিত্তিতে।

ঙ) সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে _____ শ্রেষ্ঠ।

৩। সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করুন ঃ

- [ ] ক) পরমতত্ত্ব হচ্ছেন নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা এখন কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণরূপে উপস্থিত হয়েছেন।
- [ ] খ) শ্রদ্ধাশূন্য ও সংশয়ীরা গবেষণা দ্বারা জ্ঞান লাভ করে শান্তি পেতে পারে।
- [ ] গ) দেব-দেবীর আরাধনায় যে ফল লাভ হয়, তা স্থায়ী।
- [ ] ঘ) দেব-দেবীর আরাধনার মাধ্যমে নিত্য বৈকুণ্ঠধাম লাভ করা যায়।
- [ ] ঙ) সমস্ত দেব-দেবী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে ভগবানের আজ্ঞা পালন করছেন।
- [ ] চ) যারা দেব-দেবীর আরাধনা করে, ভগবানের অভিমত অনুসারে তারা অল্পবুদ্ধি এবং কাম ও বিষয় ভোগের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তাদের প্রকৃত জ্ঞান অপহৃত হয়েছে।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

ক) ভগবদ্গীতার ইতিহাস বর্ণনা কর।
খ) পরম্পরা বলতে কি বোঝায়? কেন তা প্রয়োজনীয়?
গ) ভগবানের ছয় রকম অবতার কি কি?
ঘ) যজ্ঞের উদ্দেশ্য কি? সমস্ত যজ্ঞের চরম লক্ষ্য কি?
ঙ) কোন্ অস্ত্রের দ্বারা কিভাবে সংশয় নাশ করা যায়?
চ) জগতের সবচেয়ে পবিত্র জ্ঞান কি? তা লাভ করলে কি হয়?
ছ) কারা দিব্য জ্ঞান লাভ করতে পারে? এবং কারা পারে না?
জ) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কে? তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীটি কি? হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র পুরোপুরি লিখুন।
ঝ) ভগবানের দেহ ও স্বরূপ কেমন?
ঞ) সাধু কাকে বলে? অসুর কাকে বলে? উদাহরণ সহ লিখুন।
ট) 'সনাতন যোগ' বলতে কি বোঝায়?
ঠ) কারা কি উদ্দেশ্যে দেব-দেবীর পূজা করে?
ড) কারা পুনর্জন্ম-চক্র থেকে মুক্ত হয়ে ভগবৎ-ধাম লাভ করেন?
ঢ) ভগবদ্গীতার জ্ঞানকে কেন 'অব্যয়' বলা হয়েছে?
ণ) জীবাত্মা নিত্য এবং ভগবান হতে চিরস্বতন্ত্র— তা ভগবানের কোন্ কথায় বোঝা যায়?

ত) ভগবান এই জ্ঞানকে অগ্নি, তরণী ও অসির (তলোয়ার) সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করুন।

থ) শ্লোক ৯-এ ভগবানের বাণী অনুসারে কার আর পুনর্জন্ম হয় না?

৫। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) ভগবান কেন রাজাদের জ্ঞান দান করেন?

খ) ভগবান জন্মরহিত; তবু তিনি কিভাবে ও কেন অবতীর্ণ হন?

গ) কিভাবে কর্ম করলে চিন্ময় জ্ঞান লাভ করা যায়?

ঘ) সমাজের রাজা বা নেতৃবৃন্দের কর্তব্য কি?

ঙ) ভগবানের জন্ম-কর্মাদি লীলার বৈশিষ্ট্য কি? তা তত্ত্বতঃ জানলে কি হয়?

চ) অবতার কাকে বলে? ভগবান কেন অবতীর্ণ হন?

ছ) কেন সদ্‌গুরুর প্রয়োজন? কেমন শিষ্য পরম জ্ঞান লাভ করতে পারে?

জ) ভগবান প্রত্যেকের ভাব অনুসারে তার সঙ্গে সেই ভাবের আদান প্রদান করেন— ব্যাখ্যা করুন।

ঝ) বর্ণবিভাগ কাকে বলে? কে, কেন তা করেছেন?

ঞ) জীব কি মুক্তির পর ভগবানের সত্তায় বা ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়?

ট) সবচেয়ে অধঃপতিত পাপীও কিভাবে ভবসমুদ্র অতিক্রম করতে পারে? এ বিষয়ে ভগবানের আশ্বাস-বাণী কি?

ঠ) দেব-দেবীপূজা ও কৃষ্ণ-উপাসনা সমতুল নয় কেন?

ড) এই অধ্যায়ের যে কোন ৬টি শ্লোক মুখস্থ বলুন।